যুগান্তর

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... 23 MAR 2013

দলীয়করণ?

শিক্ষকদের নিয়ে। একই সূত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কিছু তরুণ শিক্ষকের পার্টটাইম চাকরি (যা অনেকটা ফুলটাইমের মতো) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে টিকিয়ে রাখছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দেখভাল করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মঞ্জুরি কমিশনকে ভেঙে হায়ার এডুকেশন কমিশন করবে। সিদ্ধান্তটি ভালো। কিন্তু কাদের হাতে থাকবে এই কমিশন? এখানে যদি যোগ্য ও দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষকদের নিয়োগ দেয়া না হয়, তাহলে সরকারের উদ্দেশ্য কাগজে-কলমেই থেকে যাবে। উচ্চশিক্ষায় কোন পরিবর্তন আসবে না। এতদিন আমরা অভিযোগ করে আসছি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সার্টিফিকেট বাণিজ্য করে। কিন্তু এখন তো এই প্রশ্ন উঠবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়েও। ৩৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। ৩৫ জন ভিসি। ক'জনকে আমরা চিনি? ক'জন উচ্চশিক্ষায় অবদান রাখতে পারছেন? শত শত 'শিক্ষক' নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। তারা কতটুকু যোগ্যতাসম্পন্ন, সে প্রশ্ন না হয় নাইবা করলাম। আমার আস্থার জায়গাটা তাই নষ্ট হয়ে যায়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কর্মকাণ্ড নিয়ে একটি 'রিভিউ' করা দরকার। শত শত কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। এখানে কী ধরনের শিক্ষা হচ্ছে, নিয়মিত ক্লাস হয় কি-না, ছাত্র-শিক্ষকদের পারফরম্যান্স রিভিউ করা দরকার। সেনাবাহিনীর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস। সেনাবাহিনীর একজন মেজর জেনারেল এর উপাচার্য। এ ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় পাকিস্তানসহ অনেক দেশেই আছে। এটা ঠিক আছে। কিন্তু আমি আটকে যাই এক জায়গায়। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি আবার এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রিও দিচ্ছে। এটা কিভাবে সম্ভব? যাদের নিজস্ব কোন ফ্যাকাল্টি নেই, অর্থাৎ সিনিয়র শিক্ষক নেই, তারা কিভাবে ডিগ্রি দেন? বাইরে থেকে 'ভাড়ায়' শিক্ষক এনে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়ার অর্থ কী? প্রয়োজনীয়তাটাই বা কী? যদি পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রি দিতে হয়, তাহলে ওই বিভাগে সিনিয়র শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। সেনা নেতৃত্ব নিশ্চয়ই বিষয়টি উপলব্ধি করবেন। তবে এখানে পড়াশোনার মান, নিয়মানুবর্তিতা প্রশংসার যোগ্য।

ক'বছর পর শিক্ষকতায় আমরা থাকব না। আমি নিজেও থাকতে চাচ্ছি না আর। বিকল্প কোন সুযোগ থাকলে আমি চলে যেতে চাই। কারণ যে আস্থা ও বিশ্বাস রেখে একদিন সিভিল সার্ভিসে যোগ না দিয়ে শিক্ষকতায় এসেছিলাম, আজ এত বছর পর আমার সেই আস্থায় চিড় ধরেছে। অযোগ্য শিক্ষকদের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। আর ভিসিরা দায়িত্ব পেয়েই প্রথম যে কাজটি করছেন, তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। শিক্ষকের স্ত্রী, ভাই, ছেলে, মেয়ে, মেয়ের জামাই শিক্ষক হচ্ছেন। তাদের সন্তানরা শিক্ষক হচ্ছেন। ভিসির দায়িত্ব ছেড়ে বিভাগীয় প্রধান ও ডিন হচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই— নিজের সন্তানকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া। এ প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমরা তা জানি না। ইউজিসির চেয়ারম্যান নিজেকে 'স্টেট মিনিস্টার' পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। কিন্তু তিনি কি পারেন না বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে? তার দায়িত্বটা কী? কেউ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে ভাবেন না। আমাদের শিক্ষামন্ত্রীও তার দায়িত্বটি পালন করছেন না। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জনগণের টাকায় পরিচালিত হয়। এখানে যাচ্ছেতাই অনিয়ম হবে, তা কাম্য হতে পারে না। সরকারের শেষ সময়ে এসে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু সরকার তাও করল না। জগন্নাথে যাকে উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে, তিনি এখনও যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য। এমন একজন সক্রিয় 'রাজনীতিক' যদি উপাচার্য হন, তাহলে দলীয়করণ আমরা বন্ধ করব কিভাবে? একই কথা প্রযোজ্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে। সেখানে যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার নিজ সন্তানকে নিয়োগ দিতে চেয়ে তা পারেননি। এক পর্যায়ে প্রোভিসি পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এর আগে সমাজবিজ্ঞানে ডিন থাকাকালীন অবৈধভাবে তার মেয়েকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছিলেন। পরে সংবাদটি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে তিনি তার মেয়ের ভর্তি বাতিল করতে বাধ্য হন। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর এই সদস্য এখন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি। আমরা দলীয়করণ বন্ধ করব কিভাবে। এই দলীয়করণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে একুশ শতকের উপযোগী হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে না।

ড. তারেক শা[illegible] রেহমান : অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক
tsrahmanbd@yahoo.com